সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশ
হাইকোর্ট বিভাগ
(বিশেষ বিচার ব্যবস্থা)
রিট পিটিশন নং-১৪৭৪৫/২০১৬
বিষয় : গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের
১০২ (২) এ (ii) ধারা
এবং
মো: আশরাফুল আলম
পিতা: মো: শামসুদ্দীন সেখ
কো-অর্ডিনেটিং অফিসার
উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্র, মাদারীপুর
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।
এবং অন্যান্য আবেদনকারী
বিবাদী : গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্য
পিটিশনারদের পক্ষের আইনজীবি-মি: অনিক আর হক, এ্যাডভোকেট
সরকারী পক্ষের আইন সহায়তাকারী : মি: প্রতিকার চাকমা, এ এজি
জনাব সুচিত্রা হোসাইন, এ এ জি
জনাব মিজানুর রহমান খান শাহীন, এ এ জি
জনাব মো: সাইফুল ইসলাম, এ এ জি

উপস্থিত :
বিচারপতি জনাব শেখ হাসান আরিফ
এবং
জনাব মো: কামরুজ্জামান

<u>শেখ হাসান আরিফ ,বিচারক</u>
বিবাদী পক্ষ শর্ত সাপেক্ষে বলব নিয়মের বিরুদ্ধে কারন দর্শানোর মোকদ্দমা এনেছেন। তাদের প্রশ্ন হলো এই যে, কেন ০৭/০০/৪০.১৬১.০০২১৬(অংশ-১)-২০২ তারিখ ২১/০৯/২০১৬ তে বাদীগণের নাম অর্ন্তভুক্ত বা ঘোষিত হয়নি। তারা আরও বলেন যে,এটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত নয় ও অযৌক্তিক।

সংক্ষেপে নিয়মের সৃষ্ঠ ও প্রাসংগিক নিষ্পত্তি এই যে, এই মোকদ্দমার সমস্ত বিবাদীগণ সরকারী সহকারী কৃষি অফিসার ও উপ-সহকারী কৃষি অফিসারগণ কৃষি অধিদপ্তরের কর্মচারী,যাহারা বিভিন্ন উপজেলায় কর্মরত। তারা চ্যালেঞ্জ করেছেন গত ২১/০৯/২০১৬ তারিখের ঘোষিত আর্টিকেল ৭ এর (চাকুরী স্ব শাসিত PUBLIC BODIES) এবং রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠান সমূহ(বেতন ও ভাতাদি) আদেশ ২০১৫ যাহা সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছিল। ধারা ৫ এ (স্বীকৃতি ও শর্তাদেশ) ১ নং ১৯৭৫ (১ নং ৩২-১৯৭৫ এর) প্রধানত: এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করেছেন।

বাদীর প্রধান বিরোধীতা এই যে, যদিও সংশোধিত পরিপত্রের নিয়ম অনুযায়ী তারা ২০১৫ এর পে স্কেল যাহা ১৯৭৫ এর সেকশন ৫ অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন গেজেট প্রকাশিত ব্যতিত করেছেন বাদী আরও উল্লেখ করেছেন যে, কিন্তু সরকারী কর্মচারী ইতিমধ্যেই ২০১৫ এর আর্টিকেল ৭ মোতাবেক পে স্কেলের সুবিধা গ্রহন করেছেন। যাই হোক যখন এই

পিটিশনারদের সরকার ঘোষিত গেজেটের আর্টিকেল ৭ এর সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকার পরিপত্রে বিরোধীতা করে বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং বৈষম্যের শীকার করা হচ্ছে।
বাদীগণের পক্ষে এ্যাডভোকেট জনাব আনিক আর হক এর নিকট হতে আমরা শুনেছি বাদীগণের ঐ সকল সুযোগ সুবিধা যাহা বাদীগণ জনাব আনিক আর হককে অবহিত করেছেন এবং তিনি আইনের সামনে অর্থা[] আদালতে উপস্থাপন করেন। সুবিচারের জন্য আরও লিখিত পিটিশন নং ১৩৩০০/২০১৬ (ইব্রাহিম আলম ভূইয়া এবং অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ) এই একই বিসয়ে আরো অনেক কর্মচারী এই পরিপত্র চ্যালেঞ্জ করেছেন।
আমাদের শুনানী হতে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, বিচার নিস্কৃতির জন্য আদালতে উপস্থাপিত আরজি অর্থা[] অসত্য পরিপত্র ইতিমধ্যে বিবেচ্য নয় বলে বিবেচিত।আদালতের পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে []এবং আদালতের বিচার বিভাগ এই আরজি সমস্ত দিক বিবেচনা করে ও বিশ্বস্ত অবহিত হয়ে এই আদেশ করেছে যে, ইহা অর্থা[] পরিপত্র কর্তৃপক্ষের আইন অনুযায়ী নয়। ইহা আরও স্পষ্ট যে, আপিল বিভাগের ১২/০১/২০১৭ এর বেসামরিক বিবিধ পিটিশন নং ২৮/২০১৭ হতে আপিল বিভাগ হাইকোর্ট বিভাগের রায় বহা[] রহিবে।
উপরে উল্লেখিত সমস্ত কারনগুলির উপর আলোকপাত করে আমরা হাইকোর্টের দুটি রায়কে অস্বীকার করার কোন কারন দেখছি না। উল্লেখিত পিটিশন নং ১৩৩০০/২০১৬ এ আমরা দেখি যে, এই ব্যাপারে আদালতের আর কোন বিচারের প্রয়োজন নেই।
যেহেতু গত ২১/০৯/২০১৩ তারিখের পরিপত্র ইতিমধ্যে অবৈধ ঘোষনা করা হয়েছে বিধায় এই কোর্টের বিচারে রহিবে নয়, যা প্রচলিত দেশের আইন এবং সমস্ত কর্মচারীর উপর ইহা গৃহিত হইবে অর্থা[] সবাই ইহা ভোগ করিবে। সুতরাং আদালত কর্তৃপক্ষকে এই নির্দেশ জারি করছে যে, যত দ্রুত সম্ভব হাইকোর্টের রায়কে বাস্তবায়ন করা হোক এবং আরও নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে, এই একই বিষয়ে যেন সরকারী কোন কর্মচারী তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে পুনরায় পিটিশন দাখিল না করে।